REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

১৫শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২০শে চৈত্র বুধবার ১৩৩৫ ইংরাজী 3rd April 1929. | ৪১শ সংখ্যা।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৷৹ টাকা। নগদ মূল্য ৵১০ দুই পয়সা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হইবে শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

মহাবল হালুয়া

অশ্বগন্ধা, শতমূলী, তালমূলী ভুঁইকুমড়া, আলকুশী, সালেমমিশ্রী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পুষ্টিকর ও সর্ব্বধাতুপোষক উপাদান দ্বারা প্রস্তুত—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, ধাতু-দৌর্ব্বল্য, ওজঃক্ষয় স্মৃতিশক্তিহীনতা, বীর্য্যতারল্য প্রভৃতি রোগের বল, বীর্য্য, মেধা ও প্রাণবিবর্দ্ধক মহৌষধ শিক্ষক ছাত্র ও মস্তিষ্ক-চালনাকারিদিগের পরম সুহৃদ্। ২০ দিন সেবনোপযোগী আধ পোয়ার মূল্য ১৲ ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায় বি, এ।

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

হিলিংবাম

গত ৩৫ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমরা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম,আর, সি, এস

একচেটিয়া অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২৷৹
" " ছোট শিশি ১৸০

স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন গরম আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সন্ধি কাশি সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷৹ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা।

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে

কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন মুখকে সুন্দর করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন চুলকে খুব কাল করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন কেশ পতন বন্ধ করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন চিন্তাশীলের সহায়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন রমণীর অতি প্রিয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন সবারই নিত্য প্রয়োজন।

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

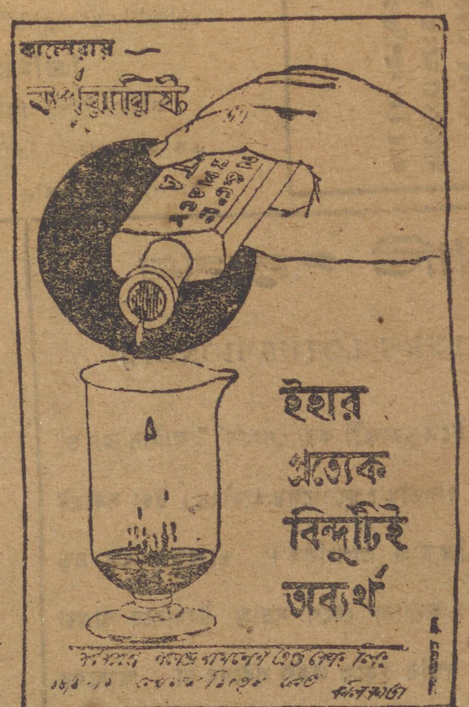

কলেরায় নিরাপদ হইতে হইলে

কর্পূরারিষ্ট ঘর কারয়া রাখা উচিত।

মূল্য আট আনা মাত্র

ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীসত্যকিঙ্করপদ সেন।

অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার।
সন্ন্যাসী প্রদত্ত ঔষধ।
হাঁপ, যক্ষ্মা, কাশি, অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত, অতিসার, অর্শ, মেহ, প্রমেহ, ধ্বজভঙ্গ, একশিরা, মূর্চ্ছা, বাধক, সুতিকা, নাসা, কুষ্ঠ, গোদ ইত্যাদি যাবতীয় রোগ ১ সপ্তাহে আরোগ্য হইবে। বেশীদিনের অসুখ হইলে ২ সপ্তাহ কাল ঔষধসেবন করিতে হইবে। ইহা ছাড়া সকল প্রকার মাদুলীও পাওয়া যাইবে। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। নিবেদন ইতি—
নিবেদক—কবিরাজ শ্রীশ্রীরামচন্দ্র কর্ম্মকার।
জঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ।

ডাঃ এন, এল, পালের
সুদর্শন সার।
সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র। দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃতসংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ বার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।
ডাক্তার নন্দলাল পাল এণ্ড সন্স।
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

বেলজিয়ম ও ফরাসী দেশীয়

প্রিমিয়ম বণ্ড

সুদ ও লটারীর একত্র সমাবেশ।

সামান্য মূলধনে প্রতিমাসে লক্ষপতি এমন কি দশলক্ষপতি হইবার সুযোগ।

পুঁজি হারাইবার আদৌ আশঙ্কা নাই।

ব্যাপার খানা কি! দেখুন।

অতদ্দেশে যেমন 'ওয়ার বণ্ড', ক্যাস সার্টিফিকেট, কোম্পানির কাগজ, মিউনিসিপাল ডিবেঞ্চার প্রভৃতি কিনিয়া লোকে টাকা খাটাইয়া থাকে, প্রিমিয়ম বণ্ড ফরাসী (ফ্রান্স) দেশে টাকা জমাইবার বা খাটাইবার একটী সুন্দর উপায়। ইহার বিশেষত্ব এই যে—সুদের টাকা তো ছয়মাস অন্তর বা বৎসর অন্তর পাইবেনই উপরন্ত মাসে মাসে (কোন কোন বণ্ডে বৎসরে ছয়বার বা চারিবার) বণ্ডহোল্ডারগণের মধ্যে খুব মোটা টাকার প্রাইজ (লটারী বা অবতি) গবর্ণমেণ্ট অফিসার ও বণ্ডহোল্ডারগণের সম্মুখে হইয়া থাকে। জাল জুয়াচুরি বা তঞ্চকতার ভয় নাই। সামান্য টাকায় বণ্ড কিনিয়া অনেকে অদৃষ্ট ফিরাইয়া লইতেছে। অনেক কাঙ্গাল

[৩]

বৎসর বৎসর লক্ষপতি হইতেছে। ভারতবর্ষেও অনেক শিক্ষিত ভদ্র লোক রাজা মহারাজা জজ ম্যাজিষ্ট্রেটগণ এই প্রিমিয়ম বণ্ড ক্রয় করিয়াছেন। যাঁহারা ফরাসী (ফ্রান্স) দেশীয় এই প্রথা জানেন তাঁহারা কখনও অবিশ্বাস করেন না। ইহা উক্ত দেশের গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত। বাঙ্গলার অধিকাংশ লোকই এই বণ্ডের বিষয় অবগত নহেন।

প্রিমিয়ম বণ্ড সম্বন্ধে বিলাতী সংবাদ পত্রের মতামত।

প্রিমিয়ম বণ্ড সম্বন্ধে বিলাতের 'ডেলীমেল' কি বলেন দেখুন।

"French and Belgian Corporations recognise that municipal loans are the legitimate source of invest-

[৪]

ment for the sav[illegible]s of the working man, they know how to make their loans attractive, and meet with well deserved success. All the Bonds are to bearer with interest coupons attached, and pass from hand to hand like bank notes without any transfer or legal formality of any kind. A Bond may even be paid away in settlement of an account, as it is always saleable at sight."—*Daily Mail.*

প্রিমিয়ম বণ্ড লটারী টিকিট নহে।

লটারী টিকিট কিনিয়া যদি লটারীতে নাম না উঠে, আপনার টাকা একদম গরবাদ। প্রিমিয়ম বণ্ডে সে আশঙ্কা নাই। যত দিন না আপনার বণ্ড কোন একটী পুরস্কার না পাইল ততদিন অক্ষত হইয়া

[৫]

থাকিবে। বৎসর বৎসর সুদ পাইবেন। একটী পুরস্কার পাইলেই বাতিল হইল জানিবেন। পুরস্কার যাহা পাইবেন তাহা বণ্ডের "ফেস্ ভ্যালুর" দাম অপেক্ষা কম হইবে না। এই বণ্ড দান বিক্রয় রেহা হস্তান্তর করা চলে। বন্ধক দিয়া টাকা ধার পাওয়া যায়। যে ব্যাঙ্ক, যে এজেণ্ট বা যে কোম্পানীর নিকট বণ্ড কিনিবেন তাহারাই উহা বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দিবে। বিক্রয় করিয়া দিবে। তবে ফরাসী মুদ্রা ফ্রাঙ্কের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে বণ্ডের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বন্ধক দিয়া টাকা ধার করিলে বণ্ডে যে সুদ পাওয়া যায় তাহা অপেক্ষা বেশী সুদ দিতে হয়। ইহা দেনাদারের গরজই বলিতে হইবে। শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকার কম সুদে কোন কোম্পানি প্রায়ই বণ্ড বাঁধা রাখেন না।

[৬]

কিস্তিবন্দী হিসাবে প্রিমিয়ম বণ্ড ক্রয় খুব সুবিধা।

মনে করুন একখানি বণ্ডের দাম নগদ আশী টাকা। সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে এক মুষ্টে ৮০৲ টাকা দিয়া বণ্ড ক্রয় করা অসম্ভব। যাহাতে সকল অবস্থার লোক প্রিমিয়ম বণ্ড কিনিতে পারে তজ্জন্য কিস্তিবন্দী হিসাবে ও বণ্ড বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। তবে নগদ মূল্য অপেক্ষা কিছু বেশী দাম দিতে হয়। ৮০৲ টাকার বণ্ডখানি মাসিক দশ টাকা কিস্তিবন্দীতে লইলে ৯ মাসে ৯০৲ দিতে হয়। মাসিক ৫৲ হিসাবে কিস্তি করিলে ২০ মাসে ১০০৲ দিতে হয়। নগদ মূল্য দিবা মাত্র রেজিষ্টারী ইনসিওর যোগে বণ্ড পাঠান হয়। কিস্তিবন্দী হিসাবে লইলে একখানি 'কণ্ট্রাক্ট নোট' দলিল পাঠান হয়। উক্ত দলিলে আপনার প্রাপ্য বণ্ডের নম্বর উল্লেখ থাকিবে। এক কিস্তি বা দুই কিস্তি টাকা দেওয়ার পরই যদি উক্ত নম্বরের বণ্ড ড্রুইংএ (লটারীতে) উঠে, তবে পুরস্কারের টাকা সমস্তই আপনি পাইবেন। কেবলমাত্র বাকি কিস্তির দরুন টাকা কাটিয়া রাখিয়া সমস্ত আপনাকে

[৭]

দেওয়া হইবে। সুতরাং গরীব গৃহস্থের পক্ষেও প্রিমিয়ম বণ্ড ক্রয় করা খুব কঠিন নয়। মাস মাস ড্রুইংএর (লটারীর) ফল ছাপা হয়। যিনি যে কোন এক রকমের বা দুই কি তিন রকমের তিন খানা বণ্ড এক সঙ্গে লইবেন তিনি বরাবর মাসে মাসে উক্ত লিষ্ট ছাপা কাগজ বিনা মূল্যে বিনা খরচায় পাইবেন। তিন খানা অপেক্ষা কম সংখ্যক বণ্ডক্রেতাকে ফল জানিবার লিষ্ট পাইবার জন্য বৎসরে ৩৲ টাকা দিতে হয়। তবে ঈশ্বর করেন যদি আপনার বণ্ড ড্রুইএ উঠে তবে তৎক্ষণাৎ ঘরে বসিয়া বিনা ব্যয়ে খবর জানিতে পারিবেন। প্রত্যেক ড্রুইএর পর আপনার বণ্ডবিক্রেতা আপনার নম্বর মিলাইয়া দেখিয়া আপনার সুফল হইলে তৎক্ষণাৎ তার যোগে বা পত্র লিখিয়া জানাইবে। বদলে ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে বণ্ড বিক্রেতাকে নূতন ঠিকানা জানাইবেন। নচেৎ গোলমাল হইতে পারে। বণ্ড হারাইয়া গেলে টাকা পাইবার আশা নাই। কেননা বণ্ড না দেখাইলে পুরস্কারের টাকা কাহাকেও দেওয়া হয় না। বণ্ড

[৮]

ক্রেতার মৃত্যু হইলে তাহার উত্তরাধিকারীগণ যিনি বণ্ড দাখিল করিবেন তিনি ঘরে বসিয়া টাকা পাইবেন। টাকা পাইবার কোন কষ্ট নাই। বণ্ড দেখাইবা মাত্র টাকা।

এতৎসঙ্গে সর্বশেষে একখানি অর্ডার ফরম আছে উহা কাটিয়া লইয়া নগদ বা কিস্তিবন্দী যে ভাবে বণ্ড কিনিবেন তদনুযায়ী নগদ মূল্য বা প্রথম কিস্তির টাকা মনি অর্ডার যোগে ও অর্ডার ফরম খানি পূরণ করতঃ খামের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইবেন। কয়েক প্রকার প্রিমিয়ম বণ্ডের বিবরণও এতৎসঙ্গে দেওয়া হইল, যাহাদ্মত ক্রয় করিবেন।

ঠিকানা
ম্যানেজার
প্রিমিয়ম বণ্ড সাপ্লাই এজেন্সি
১৩২ বাগমারী [illegible]
কলিকাতা।

খাঁটি পদ্মমধু
(SELLER'S LOTUS HONEY.)
গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্ট্রী করা সেলার্স "লোটাস ব্র্যাণ্ড" আসল পদ্মমধুই যাবতীয় চক্ষুরোগের মহৌষধ। ইহা সর্ব্বত্রই বিশেষরূপে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত। ভারতের বড় বড় সহরে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়। সাবধান সস্তার কুহকে নকল লইবেন না। আসলের জন্য "সেলার্স" বলিয়া চাহিবেন। ইহাই একমাত্র নিরাপদ, নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য। চাহিলেই প্রশংসাপত্র সম্বলিত বিশেষ বিবরণ পুস্তিকা বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে পাইবেন। অদ্যই পত্র লিখুন।
বাথগেট এণ্ড কোং, কেমিষ্টস,
১২নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুলভে উৎকৃষ্ট জুতা

গঠনে ও স্থায়ীত্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বত্র প্রশংসিত।
ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণের এবং বালক বালিকাদিগের উপযোগী আধুনিক ফ্যাসানের সকল প্রকার জুতা সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে, এবং অর্ডারানুযায়ীও তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হয়। সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য নিম্ন ঠিকানায় অদ্যই পত্র লিখুন।
ডব্লিউ, এস, ডসন এণ্ড কোং
মেইল অর্ডার ডিপার্টমেণ্ট—
১৪নং হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
খুচরা বিক্রয়ের [illegible]না—
ই ৮[illegible], কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।
ফোন—২৯৭০ কলিকাতা] [টেলি—এমব্রোকেস কলিঃ

বিবাহ প্রভৃতি উৎসবে - -
নূতন অলঙ্কার আপনার - - -
প্রিয়জনকে প্রীতি সম্পাদন করিবে -
আমাদের আয়োজন, অভিজ্ঞতা,
পরিকল্পনা ও গঠন পারিপাট্য অতুলনীয়
'LIVETIME' হাতঘড়ি
সুদৃশ্য, সুলভ এবং সুন্দর সময়রক্ষক।
ঘোষ এণ্ড সন্স
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স এবং ওয়াচ মেকার্স
১৬।১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিফোন কলিকাতা—২৫৭৭
টেলিগ্রাম GHOSHONS'—Cal.

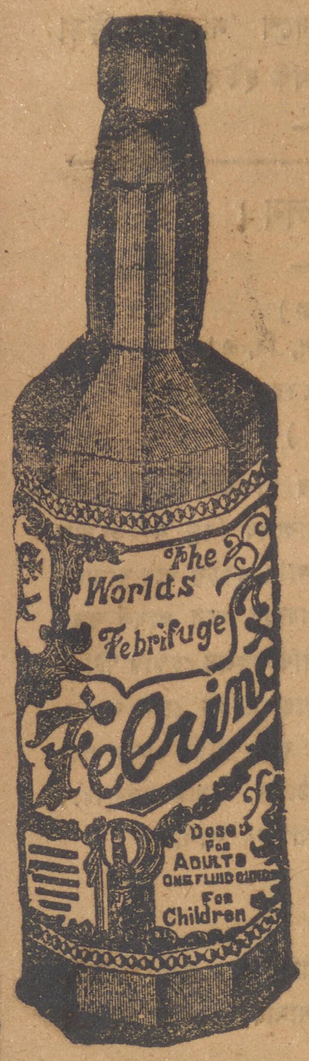

সর্ব্ববিধ জ্বর ও ম্যালেরিয়ার অব্যর্থ প্রতিকারক

ফে—ব্রি—না

অনেক আশাহীন, চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগী ফেব্রিনা সেবনে নবজীবন লাভ করিয়াছেন। আপনার গৃহে "ম্যালেরিয়া" রোগী থাকিলে সর্ব্বাগ্রে তাহাকে এই মহৌষধটী সেবন করান। অন্য ঔষধ খাওয়াইবার আর প্রয়োজন হইবে না। আরোগ্য অব্যর্থ

প্রতি বড় বোতল—এক টাকা চারি আনা।
„ ছোট বোতল—চৌদ্দ আনা
ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

আর, সি, গুপ্ত এণ্ড সন্স,
প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা,
৮৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেঙ্গল আয়ুর্ব্বেদিক ওয়ার্ক্স এর

চাঁদ মার্কা পাচন

ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।

নূতন জ্বর এক দিনে পুরাতন জ্বর তিন দিনে আরোগ্য হয়।

ম্যালেরিয়াযুক্ত স্থানে নিয়মিত সেবনে রোগের আক্রমণ ভয় থাকে না।

সর্ব্বত্র এজেন্ট আছে।

সোল এজেন্টস্—
বসাক ফ্যাক্টরী
৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট
কলিকাতা

আনন্দ খাঁটি কাঁচা তিল তৈল

REGD. No. 1320

মস্তিষ্কের পুষ্টি ও কেশের কান্তি এবং সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনে অদ্বিতীয়।

প্রতি পাইন্ট—৮৵০ আনা মাত্র। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। বিক্রীর জন্য সর্ব্বত্র এজেন্ট চাই। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে নমুনা পাঠান হয়।

বায়ু ও কেশের উপকারী "খুশ্বাস" আর সুবাসিত নারিকেল ও বাদাম তৈল ব্যবহার করিয়া দেখুন।

দে ব্রাদার্স
১২৪নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুবর্ণ সুযোগ।

MEMORY TABLET
বা
স্মৃতি বটী।

স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, স্মৃতিশক্তিহীনতা, অসাড়ে শুক্র পতন প্রভৃতি সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। একমাত্রা সেবনে স্বপ্নদোষ বন্ধ হয়। দশ দিনের সেবনোপযোগী এক কৌটার মূল্য মাশুল সমেত ১।০ পাঁচ সিকা।

এজেন্ট্স ঃ—
এন্, গাঙ্গুলী এণ্ড কোং
পোঃ রঘনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

"আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া
গগনে ছড়ায়ে এলোচুল"

রেড + ক্রশ
ক্যাষ্টর অয়েল
NATURE'S OWN HAIR GROWER

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২০শে চৈত্র বুধবার ১৩৩৫ সাল।

সাহিত্যের প্রভাব।

—•—

জাতীয় জীবনে সাহিত্যের প্রভাব সামান্য নয়। জাতি হিসাবে কে কত উন্নত, কে কত সভ্য—এক একটা জাতির সাহিত্যই তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেয়। সত্য কথা বলিতে কি, সাহিত্যই জাতির সভ্যতা নির্ণয়ের মাপ-কাঠি। জাতি গঠনে সাহিত্য যতটা সহায়তা করে তেমন আর কিছুতে করিতে পারে না। সুতরাং যাঁহারা সাহিত্যিক, তাঁহারাই জাতীয় জীবন গঠনের প্রধান পুরোহিত, তাঁহারাই জাতীয় জীবনে নব নব ভাবধারা আনয়ন করিবার অগ্রদূত।

একটা জাতি কেমন করিয়া ভাবে, কেমন করিয়া চিন্তা করে তাহার সাক্ষ্য পাই আমরা তাহাদের সাহিত্যের ভিতরে। সাহিত্যই হইতেছে জাতির সমষ্টিগত চিন্তাধারার বাহ্য প্রকাশ। বঙ্কিম যেদিন লিখিয়াছিলেন—'বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে'—সেই দিন বুঝা গিয়াছিল যে বাঙ্গালী জাতি বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, তাই তাহার শক্তি-সাধনা করা আবশ্যক। সেই যুগে কবি হেমচন্দ্র গাহিয়াছিলেন—"জনকত শুধু প্রহরী পাহারা, দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা"—আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসী ভীরু বাঙ্গালী জাতির মন হইতে মিথ্যা জুজুর ভয়কে তাড়াইয়া দিবার জন্য ঐ মহারাষ্ট্রীয় সঙ্গীত গাহিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি আরো বলিয়াছেন

"একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র মিলে
কর দৃঢ় পণ এ মহী মণ্ডলে—
জগতে যদ্যপি বাঁচিতে চাও।"

বাঙ্গালী জাতি কেমন করিয়া জগতে বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে সেই উপায় কবি তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়া দেশবাসীকে জানাইয়া দিয়াছিলেন।

তার পরের যুগে বলা হইয়াছে—"গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ।" দেশের ভিতরে, জাতির ভিতরে মানুষের মত মানুষ নাই বলিয়াই আজ আমাদের এই দুর্গতি। কবি অন্তরে অন্তরে ইহা অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই অন্য সকল দুঃখকে ভুলিয়া সকলকে 'মানুষ' হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

স্বদেশী যুগে বলা হইয়াছিল—"বাংলার ঘরে যত ভাই বোন এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান!"

বিগত পঞ্চাশ বছরের বাংলা সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় ইহার প্রধান সাহিত্যিকগণ সাহিত্যের ভিতর দিয়া সমগ্র জাতিকে নানাদিক দিয়া, নানা কবিতায়, প্রবন্ধে, উপন্যাসে জাগ্রত করিয়া, নব ভাবে উদ্বোধিত করিয়া তুলিতে বহু চেষ্টা করিয়াছেন আজ বাঙ্গালী জাতির ভিতরে যে জীবনের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতেছে, দেশপ্রীতি বলিয়া যে জিনিষ বাঙ্গালীর নিকট অপরিচিত ছিল তাহাই আজ সকলের হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে—ইহা করিয়াছে কে? মাইকেল, বঙ্কিম, হেম, দ্বিজেন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক প্রচেষ্টাই কি ইহার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন নাই?

আজ সাহিত্য-কুঞ্জে, মা ভারতীর শ্বেত-পদ্মবনে ঐরাবতের তাণ্ডব নৃত্য সুরু হইয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়া আমরা বাস্তবিকই আন্তরিক দুঃখ অনুভব করিতেছি। একদল বলিতেছেন যে সাহিত্যের ভিতরে আজ যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে, ইহা যৌবনের লক্ষণ এবং এই যৌবন-চাঞ্চল্যই জীবন-ধর্ম্ম। স্বীকার করি জীবন থাকিলেই সেখানে চঞ্চলতা আসিবে কিন্তু সেই চঞ্চলতার ভিতরে যদি উচ্ছৃঙ্খলতা কিম্বা বিলাসপ্রিয়তা প্রকাশ পায় তবে তাহাকে কিছুতেই সমর্থন করা যাইতে পারে না। আজ আমাদের সাহিত্যে তারুণ্যের দোহাই দিয়া যাহা ঘরে ঘরে বিতরিত হইতেছে তাহা শুধু স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরাচারেরই নামান্তর মাত্র।

মনে রাখিতে হইবে আমরা পরাধীন জাতি। পরাধীন জাতির বিলাস লীলা কি সাহিত্যে, কি শিল্পকলায় কোনখানেই শোভা পায় না। শৃঙ্খল-পায় কয়েদীর জেলখানায় বসিয়া ফুল শয্যা-বিলাস হাস্য রসেরই সৃষ্টি করে।

যে পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণে আজ এই চপলতা আমাদের সাহিত্যে আমদানী করা হইতেছে তাহারা সবাই স্বাধীন, তাহারা যেমন জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত, তেমনি ত্যাগে বীরত্বে আমাদের চেয়ে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং যাহা অনুকরণ করিলে জাতীয় কল্যাণ সাধিত হইবে, পরাধীন মনুষ্যত্বহীন জাতির মেরুদণ্ড দৃঢ় হইয়া জাতিকে প্রকৃত 'মানুষ' করিয়া গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইবে, আমাদের সাহিত্যিকগণের সেই চেষ্টাই করা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

সাহিত্যই জাতিকে গড়িয়া তোলে। সাহিত্যের প্রভাব জাতীয় জীবনে সামান্য আধিপত্য বিস্তার করে না। রুষ সাহিত্য, ফরাসী সাহিত্যই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

আমরা সবুজ সাহিত্যকে উপেক্ষা করিতে চাই না কিন্তু তাহা সাহিত্যিকবৃন্দের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা—তাঁহারা দেশের এবং জাতির ভবিষ্যৎ কল্যাণ ভাবিয়া লেখনী চালনা করিতে অগ্রসর হউন—দেশে 'মানুষ' গড়িয়া উঠুক, সাহিত্য সাধনা সার্থক হউক।

———

অপূর্ব্ব মিলন।

—:০:—

(বড় গল্প)

শ্রীঅমিয়ময় দাস, বি, এ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৩)

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময়ে হাওড়ায় টিকিট কেটে ইণ্টার ক্লাসে উঠলাম, গাড়ীতে বিশেষ কিছু কারও সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয় না, তার কারণ আমি একটুকু পরে ঘুমোতে আরম্ভ করি। গাড়ী যখন আদরায় এসে থামল তখন আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল, চেয়ে দেখি একজন চেকার 'টিকিট টিকিট' বলে প্যাসেঞ্জারের কাছে টিকিট চেক করছে, আমার টিকিট চেক হবার পর বসে আছি, এমন সময় একজন বৃদ্ধ হাতে ব্যাগ নিয়ে উঠছেন, আমার মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে বল্লেন "কোথা যাচ্ছেন আপনি?"

রাঁচি।

রাঁচি?

আজ্ঞে হাঁ, বৃদ্ধের কথায় আমার বড় লজ্জা হচ্ছিল, আমি বল্লাম দেখুন! আপনি আমায় 'আপনি' না বলে 'তুমি' বল্লে বড় ভাল হয়।

বৃদ্ধ একটুকু হাসতে লাগলেন। বাবা! তোমরা সব 'ইয়ং বেঙ্গল', তোমাদের সব আপনি না বল্লে, তোমরা বলে বসবে 'এ একটা বুড়ো একবারে 'এটিকেট' জানেনা।' তাই বাবা! অপরিচিত লোক দেখলে—তা সে ছোটই হোক আর বড়ই হোক আমি 'আপনি' বলেই বলি। তোমার নাম কি বাবা?

শ্রীতরুণকুমার রায়।

বেশ বাবা, আমিও রাঁচি যাব, সেইখানেই আমার বাড়ী।

এইরূপে তাঁহার সহিত পরিচয়ে বুঝতে পারলাম তিনি আমার পিতৃবন্ধু, তাঁর বাড়ী যাবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করলেন, আমিও তাঁর বাড়ী যাবার জন্য প্রতিশ্রুত হলাম। নানাপ্রকার আলোচনার পর বুঝতে পারলাম বৃদ্ধের হৃদয় সরল, অকপট। এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁর একমাত্র উপার্জ্জনক্ষম পুত্র অল্পদিন হলো মারা গেছেন, তাহাতে তিনি শোকে ম্রিয়মান। সংসারে থাকবার মধ্যে আছে তাঁর পত্নী ও একটী কন্যা। বৃদ্ধ পূর্ব্বে মুন্সেফ ছিলেন এখন পেন্সন নিয়ে বাড়ী ঘর ক'রে জীবনের শেষ কটা দিন কোন রকমে চালাচ্ছেন। যাহা হউক তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ আলাপের পর এই চঞ্চল প্রাণে একটুকু শান্তি পেলাম।

এইরূপে আমরা পুরুলিয়ায় গাড়ী বদলে বেলা প্রায় ১১টার সময় রাঁচিতে এলাম, ষ্টেশনেই আমার জন্য মোটর ছিল, প্রায় মিনিট দশেকের মধ্যে তুহীনের কাছে উপস্থিত। তুহীন 'হর্ণ' শুনে বাইরে এসে হাসতে হাসতে বল্লে—কি দাদাজী! এস, ভেতরে বসবে চল। তুহীনের সঙ্গে অল্পক্ষণ ধরে গল্প করে দুইজনে স্নানে বাহির হলাম।

আজ সন্ধ্যায় গোধূলি লগ্নে তুহীনের বিবাহ। গান, বাজনা, আলো, ফুলের মালায় চতুর্দ্দিক সুসজ্জিত, সর্ব্বত্র ভরপুর, সকলেই আজ আনন্দে মাতোয়ারা। পূর্ণিমার অনাবিল জ্যোৎস্নায় কে যেন সমস্ত পৃথিবীর উপর আলপনা দিয়েছে। আর শীতল বাতাস ধীরে ধীরে এসে সকলের কাণে কাণে বলছে—তুহীনের আজ বিবাহ।

আমি সম্প্রদান হতে তুহীনের বাসর ঘর গমন পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই যোগদান করেছিলাম। এই বিরাট আয়োজনের প্রাণ মাতান আনন্দের মধ্যে কে যেন আমায় বলতে লাগল "ওরে, ও হতভাগ্য! মায়ের মনে কষ্ট দিয়ে কি সুখী হবি?"

ক্রমশঃ

———

প্রাপ্ত।

দাদাঠাকুরের পুনরাবির্ভাব।

কোঁৎকা খেয়ে হোঁৎকা দাদা বুঝি মরে যায়।

অনেক দিন পরে আবার দাদাঠাকুরের আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু এখন যেন সে দাদাঠাকুর আর নাই তাই এত বিলম্বে তিনি দেখা দিয়াছেন। তিনি যেন মর মর, প্রকাণ্ড ভুঁড়ি কাঁপিয়া উঠিয়াছে, কে যেন খোঁচা দিয়া সহস্র স্থানে ক্ষত করিয়া দিয়াছে, তীব্র যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করিতেছেন। মুখ দিয়া তাঁহার স্বভাবসুলভ শ্লীলতাহীন বাক্যগুলি বহির্গত হইতেছে, মুমূর্ষু-ব্যক্তির মত তিনি যেন বিভীষিকা দেখিতেছেন। তাঁহার ভক্ত চাষাগণ চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট রহিয়াছে, এবং দাদাঠাকুরের এই অদৃষ্টপূর্ব্ব-ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে একজন চাষা ভয়ে ভয়ে দাদাঠাকুরকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে "প্রভো! আপনার এ অবস্থা কেন? সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে জয় করিয়া আসার পর হইতেই আপনার এ ভাব হইয়াছে। আপনি তো চিরদিনই আমাদিগকে বলিয়াছেন যে আমার জেতা সংসারে কেহ নাই। দেখিস্ তোরা, কিছুদিনের মধ্যেই আমি সমস্ত লেখকের অন্ন কাড়িয়া লইব, ভাবরাজ্যে একাধিপত্য করিব, সমালোচনায় দণ্ডধর হইব, বৈয়াকরণিকের উপর পাদপ্রহার করিব, গালাগালিতে পঞ্চমুখ হইব। তবে কেন আজ এ ভাব ধারণ করিয়াছেন? মহাবীর কংস দানব যেমন মৃত্যুভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া এক কৃষ্ণকে বহুরূপে দেখিয়াছিল, আপনিও তেমনি পুরুষবর হইয়াও আমাদের ভাগ্যদোষে একমাত্র সামান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সামান্য কথায় "উঃ এই দুরন্ত পণ্ডিত পুঙ্গবের কি নিষ্ঠুর আস্ফালন" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইতেছেন এবং এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে আরও অনেক লোক আছে বলিয়া বিভীষিকা দেখিতেছেন। আবার গোপনে গোপনে 'মটো'র ভুল দুইটীরও সংশোধন করিয়া লইয়াছেন, লোকে বলিবে কি? লোকে যে করতালি দিয়া বলিবে "সেই তো মল খসালি, তবে কেন লোক হাসালি" আমরা তাহা কিরূপে সহ্য করিব। আপনি যে ভুলটাই রাখিবার জন্য দৃঢ়ব্রত হইয়াছিলেন, হায়! হায়! কি হইল। প্রভো! ভাবময়! আজ আপনার এ ভাব কেন? আমরা তো আপনাকেই ভগবান বলিয়া জানি আপনি বহুরূপ ধারণ করিতে পারেন, আপনাকে নমস্কার। আপনি যখন সর্পকে ভূষণ করেন তখনই আপনি শিব হন, যখন প্রাণীগণের প্রাণ নিসূদন করেন তখন আপনি বিষ্ণু হন, আর যখন স্বরূপে অবস্থান করেন তখন বয়স ও নামানুসারে ব্রহ্মা তো সাজিয়াই থাকেন। আমরা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিন দেবতাকেই স্বয়ম্ভু বলিয়া জানি, কিন্তু প্রভো! আপনি কার ভয়ে ভীত হইয়া একজন সামান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকেও স্বয়ম্ভু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। আপনি প্রকৃতিস্থ হউন পুনরায় কলম ধরুন, আমাদের মনোবেদনা দূর করুন। ভক্তের এতাদৃশ করুণ আহ্বানে ভক্তাধীন দাদাঠাকুর কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া একটী গান ধরিলেন।

(ওরে চাচা!) এবার দায় হলো মোর বাঁচা।
সামান্য ঐ ফচ্‌কে ছোঁড়া মেরেছেরে খোঁচা॥
আমি তো কথার তুবুড়ি
প্রমাণ তো তার জান ভুরি
এবার কেটে নিয়ে নাকের ঝুড়ি ক'রে দিলে বোঁচা।
এ অপমান সইব কত
রোজই হবে অঙ্গ ক্ষত
আমার পক্ষে দুই তো সমান মরা আর বাঁচা॥

তখন ভক্তগণ দাদাঠাকুরকে উৎসাহিত করিয়া বলিতে লাগিল, না দাদাঠাকুর! আপনি এত হীনোৎসাহ হইবেন না, আবার আপনাকে প্রতিবাদ লিখিতেই হইবে, নতুবা আমরা কোথায় যাইব। দাদাঠাকুর কিন্তু নিরুৎসাহ হইয়াই বলিলেন, লিখবো তো, লোকে কিন্তু আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে যে—

ভিনত্তি দীর্ঘং করিরাজ কুম্ভং, বিভর্ত্তি বেগং পবনাদতীব।
করোতি বাসং গিরিগহ্বরেষু, তথাপি সিংহ পশুরেব নান্যঃ॥

যাই হোক ভক্তের আহ্বানে তিনি পুনরায় পূর্ব্বের বুলি ধরিয়াছেন আর চিন্তা নাই। আমাদের দাদাঠাকুরের অন্তর বাহির একেবারে সাদা তাহাতে কালির দাগ মাত্র নাই। তিনি কেবল আজন্ম গালাগালি দিতেই অভ্যস্ত হইয়াছেন, কিন্তু যতটুকু প্রতিবাদ করিয়াছেন ততটুকুই ভুল হইয়াছে। মূর্খত্বেরও একটা সীমা আছে, কিন্তু এ জীবের তাহা নাই। নতুবা ভুল স্বীকার করতঃ তাহার সংশোধন করিয়া লইয়াও পুনরায় প্রতিবাদ ও তৎপ্রসঙ্গে কুকথায় পঞ্চমুখ হইবেন কেন? পাঠক! ক্রমশঃ তাহার পরিচয় পাইবেন। কেবল গৌরবেই বহুবচন হয় ইহাই দাদাঠাকুরের জানা আছে তদতিরিক্ত জ্ঞান তাঁহার নাই কারণ বৈয়াকরণিক বর্গীর হাঙ্গামার ভয়ে তিনি ব্যাকরণের ত্রিসীমানায় পদার্পণ করেন নাই কাজেই দাদাঠাকুরের জ্ঞানের জন্য আমাদিগকে তাঁহার গুরু সাজিতে হইবে এবং কোঁৎকা মারিয়া হোঁৎকামীও শিখাইতে হইবে। "অবিশেষণস্যাস্মদ একত্বে দ্বিত্বে চ বহুবচনংস্যাদেব" অর্থাৎ বিশেষণ রহিত অস্মদ শব্দের একত্ব বা দ্বিত্ব অর্থেও বহুবচন হয়। বিশেষণযুক্ত হইলে হয় না, যেমন "পণ্ডিতোঽহং ব্রবীমি"।

ক্রমশঃ

ইতি দাদাঠাকুর-দর্পদলন শ্রীসাক্ষিগোপাল দাশ গুপ্ত।
কবিরত্ন বি, এ।
রঘুনাথগঞ্জ।

দেশবন্ধু-পাঠাগার।

আগামী বৈশাখ মাসে দেশবন্ধু-পাঠাগারের তৃতীয় বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইবে। দেশবরেণ্য নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়েরও উৎসবে যোগদান করার সম্ভাবনা আছে। এই সকল মহামান্য অতিথির যথাযোগ্য সেবা ও সংবর্দ্ধনার জন্য আমরা জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জের সর্ব্বসাধারণের উপর নির্ভর করিতেছি। অর্থ দিয়া, উপদেশ দিয়া বা অন্য ভাবে যিনি যেরূপে পারেন আমাদিগকে সাহায্য করিয়া উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করুন। প্রত্যেকবার যেমন সকলের সহানুভূতি ও সাহায্যকে অবলম্বন করিয়াই আমরা নিশ্চিন্ত থাকি এবারেও যেন তেমনই থাকিতে পারি। ইতি

বিনীত—
শ্রীবিষ্ণুপদ রায়, সভাপতি
দেশবন্ধু-পাঠাগার রঘুনাথগঞ্জ।

প্রবাসীর পত্র:

সম্পাদক মহাশয়,

আপনাদের মহিমা বুঝা ভার। এতদিন জানিতাম আপনারা কেবল মানুষের দোষ দেখিলেই গালি দেন। এখন দেখিতেছি নিজের দোষ ঢাকিবার জন্য পরমপূজ্য দেবতাদিগেরও মুখে চুণ কালি মাখাইয়া দিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না। আপনাদিগকে নমস্কার! সেইজন্যই ত "স্থানত্যাগেন দুর্জ্জনম্" নীতি অবলম্বন করিয়াছি। তবে আপনি ছেলেমানুষ তাই আমাদের দুই একটা উপদেশ শুনিতেও পারেন ভাবিয়া এসব কথা বলিতেছি।

আপনাদের সহযোগিনী জঙ্গিপুর বাণীর আঁতুরে গন্ধ এখনও যায় নাই, কিন্তু গালাগালিতে যেরূপ নিপুণা হইয়া উঠিয়াছেন তাহাতে সহরে বোধ হয় এখন কাণটা ঢাকিয়া চলিলেই ভাল হয়। যুগে যুগে হিন্দুকবিগণ মহাদেবের বিষাণের সহিত গম্ভীর ও ভীষণ বস্তুরই তুলনা করিয়া ধন্য হইয়াছেন এবারে বাণীর মনীষী লেখক মহাদেবের মুখে এমন জিনিস আনিয়া দিয়াছেন যে ধর্ম্মের গ্লানি করিয়া যে সকল খ্রীষ্টান পাদরি আনন্দানুভব করিত তাহারাও লজ্জায় মাথা নত করিবে। 'জ্ঞানলোচনদায়িনী'র মূর্দ্ধন্য ণর উঁচু মাথা ত নামাইতে হইল। সাধনা যত্ন ণত্বের জ্ঞান নাই, প্রতি কথায় অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিলেই লোকের কাছে স্বরূপ ঢাকা থাকে? বাণীর লেখক মহাশয় যেরূপ রুচিজ্ঞানের ও শিবভক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে আমাদের মনে হয় যে প্রতি সপ্তাহে ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইয়া বাণীর পৃষ্ঠা এইভাবে কলঙ্কিত করা অপেক্ষা লেখক যদি একটা 'আলকাপে'র দল খুলিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার অভদ্রসাধারণ রসিকতার ভাল সমজদার মিলিবে, দুই পয়সা ঘরেও আসিবে।

শুনিলাম শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় দেশবন্ধু পাঠাগারের বার্ষিক উৎসবে আপনাদের ওখানে যাইবেন। বারবার উৎসবের সংবাদ আপনাদের কাগজের মারফতই পাইয়া থাকি। এবারে বোধ হয় পাঠাগারের সভাপতি মহাশয় বাণীর 'বিষাণে'র ভয়ে তাঁহারই দ্বারস্থ হইয়াছেন। কি জানি কখন বা তাঁহারই স্কন্ধে বিষাণ চাপিয়া পড়ে।

দেশের অন্যান্য সংবাদ দিবেন। ইতি

প্রবাসী।

বিবিধ সংবাদ।

চিত্রগুপ্তের খতিয়ান।

জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীর এলাকায় গত ৩০।৩।২৯ তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে জন্ম ৪। ২ পুরুষ, ২ স্ত্রী। মৃত্যু ০।

গান্ধী টুপীতে আতঙ্ক। রাজসাহী কলিজিয়েট স্কুলের হেড মাষ্টার ছাত্রদিগের গান্ধী টুপী ও জাতীয় ব্যাজ পরিয়া স্কুলে আসার আপত্তি করেন। অজিতকুমার সেন গুপ্ত নামে একটী ছাত্রকে গান্ধী টুপী ও ব্যাজ পরিয়া স্কুলে যাইতে দেখিয়া তিনি উহা খুলিয়া ফেলিতে আদেশ দেন। ছাত্রটী তাহাতে রাজী হয় না। তাহাতে হেডমাষ্টার তিরস্কার করিয়া তাহাকে স্কুল হইতে বাহির করিয়া দেন। পরদিন অধিকাংশ ছাত্র টুপী ও ব্যাজ পরিয়া স্কুলে যায়। হেডমাষ্টার ঐ সকল ছাত্রকে চালিয়া যাইবার জন্য নোটীশ জারি করেন। স্কুল প্রায় খালি হইয়া যায়। ছাত্রেরা সভা করিয়া অজিতের প্রশংসা করিয়াছে এবং এইরূপ স্থির করিয়াছে যে, তাহারা টুপী ও ব্যাজ পরিয়াই স্কুলে যাইবে। কোনরূপ দণ্ড দিলে তাহারা ধর্ম্মঘট করিবে।

সম্রাটের জন্মদিনে ছুটী। আগামী ৩রা জুন সোমবার সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে ছুটী থাকিবে।

ব্যানার্জ্জী আর্ট গ্যালারী।

প্রিয়জনের স্মৃতি চিরজাগরূক রাখিতে হইলে কালক্ষেপ না করিয়া অদ্যই একখানা ফটো তুলিয়া লউন, বিলম্বে আপশোষ করিতে হইবে। আমরা অতিশয় যত্নসহকারে ব্রোমাইড এনলার্জমেণ্ট ৫০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত করিয়া থাকি। অর্ডার পাইলে মফঃস্বলে গিয়া ফটো তুলিয়া আসি। মূল্য বাজার অপেক্ষা অনেক কম। স্কুলের ছেলে, শিক্ষক ও সাধারণ সভা সমিতির ফটো সুবিধায় তুলিয়া থাকি। ইহা ছাড়া সকল রকম ছবি বাঁধাই ও সকল রকম অক্ষরে সাইনবোর্ড লেখা হয়। নিম্নঠিকানায় আসিলে বা পত্র লিখিলে সমস্ত দর জানিতে পারিবেন।

বিনীত—অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
ফটোগ্রাফার (গোল্ড-মেডেলিষ্ট)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বাঙ্গলা ভাষায় এই ধরণের পাক্ষিক পত্রিকা এই সর্ব্বপ্রথম

"স্বায়ত্ত শাসন"

জেলাবোর্ড মিউনিসিপ্যালিটি লোকাল ও ইউনিয়ন বোর্ড সংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদ, সর্ব্বসাধারণের অভাব অভিযোগ, ইউনিয়ন বেঞ্চ কোর্টের মোকদ্দমার বিবরণ, সরকারী ইস্তাহার ও হুকুমনামা প্রভৃতিতে সুসজ্জিত হইয়া—

বার্ষিক মূল্য সডাক
তিন টাকা

আগামী বৈশাখে
(সন ১৩৩৬ সাল)
বাহির হইতেছে।

গ্রাহক হইবার জন্য
আজই পত্র লিখুন।

অভিজ্ঞ ও সুযোগ্য ব্যক্তিগণ দ্বারা পরিচালিত। প্রত্যেক এলাকা হইতে সংবাদদাতা ও এজেন্টের আবশ্যক। জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার জন্য আজই পত্র লিখুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—বাঙ্গলা দেশের লাইব্রেরীগুলিকে অর্দ্ধমূল্যে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হইবে।

EXPERT ADVERTISING AGENCY
46/1, Durga Charan Mitra Street,
Sole Agents for Advertisement.

প্রকাশক—
চন্দ্র এণ্ড কোং
২৩এ, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সঙ্গীত সাধনার যোগ্যতম উপাদান

গোল্ড মেডেল হারমোনিয়ম

প্রত্যেক পর্দ্দার এক একটী নিখুঁত সুর গায়কের হৃদয়ের আবেগের সঙ্গে মিশে গিয়ে সঙ্গীতকে আরও মধুর করে তোলে, আর সেই সুরে শ্রোতার হৃদয়তন্ত্রী সমভাবে ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠে।

পত্র লিখিলে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

ন্যাশন্যাল হারমোনিয়ম কোং
৮এ, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তারের ঠিকানা—'মিউনিসিয়ানস' ফোন—কলিকাতা ৩৯৫৮

'সত্যের জয়'

"মোহিনী"

বিড়ির নকল হাইকোর্টের বিচারে বন্ধ হইল

বর্ত্তমান সমন্বয়ের যুগে, জনসাধারণ ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষের আদর করেন না; গুণেরই সমাদর করিয়া থাকেন। বিড়ী অনেকেই প্রস্তুত করিয়া বাজারে চালাইতেছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রতি নগরে বা সুদূর পল্লীতে "মোহিনী" বিড়ীর ন্যায় সমাদর আর কোন বিড়ী এ পর্য্যন্ত লাভ করে নাই। ইহার কারণ মোহিনী বিড়ীর ন্যায় সুন্দর সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর বিড়ী আর নাই। দরিদ্র বা অশিক্ষিত লোকের ত কথাই নাই, এই বিড়ী ধনী, শিক্ষিত যুবক, বৃদ্ধ সকলেরই অতি আদরের সামগ্রী এবং সকলেই বিলাতী সিগারেট ফেলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। মোহিনী বিড়ীর অসাধারণ বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া প্রতারকগণ আমাদের মোহিনী লেবেল নকল করিয়া অতি নিকৃষ্ট বিড়ীতে লাগাইয়া মোহিনী নামে কলঙ্কারোপ এবং সাধারণের স্বাস্থ্যের এবং আমাদের স্বার্থের সমূহ ক্ষতি করিতেছিল। সহৃদয় গ্রাহকগণ এ বিষয়ে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করায় অনন্যোপায় হইয়া নকলকারী ভাইলাল ভিকাভাই এণ্ড কোং এবং রোমজান আলীর (ভোলামিঞা এণ্ড কোম্পানীর) বিরুদ্ধে আমরা আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। শ্রীভগবানের কৃপায় এবং মহামান্য হাইকোর্টের সুবিচারে সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণিত হইয়াছে যে আমরাই মোহিনী বিড়ীর একমাত্র প্রস্তুতকারক এবং স্বত্বাধিকারী। উক্ত ভাইলাল ভিকাভাই এণ্ড কোং ও রোমজান আলীর (ভোলামিঞা এণ্ড কোং'র) প্রতি মহামান্য হাইকোর্ট হইতে এরূপ চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা (Permanent injunction) প্রচারিত হইয়াছে যে যদি উহাদের কেহ আমাদের মোহিনী বিড়ীর লেবেলের অনুকরণ বা নকল লেবেল দিয়া কোন বিড়ী বাজারে প্রচলন করে তাহা হইলে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবে। সুতরাং সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে যদি কেহ আমাদের মোহিনী বিড়ী লেবেলের কোনও নকল লেবেল ব্যবহার করেন—তাহাতে মোহিনী নাম, মোহিনী লেবেলের ছবি কিম্বা ২৪৭ নম্বর একক বা একসঙ্গে বা অন্য কোনও কথা, অক্ষর বা নম্বরের সহিত থাকুক বা না থাকুক—তিনিই আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেন।

সহৃদয় গ্রাহকগণ ক্রয়কালীন মোহিনী লেবেল, ২৪৭নং এবং আমাদের নাম দেখিয়া লইবেন। সন্দেহ হইলে দয়া করিয়া জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব এবং নকল লেবেল ধরাইয়া দিলে বিশেষ পুরস্কৃত করিব; নিকটস্থ কোনও দোকানে যদি মোহিনী বিড়ী না পান আমাদিগকে জানাইলে মোহিনী বিড়ী সরবরাহের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিব।

বিনয়াবনত—
মুলজি সিক্কা এণ্ড কোং
হেড আফিস:—৫১নং এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফ্যাক্টরী:—মোহিনী বিড়ী ওয়ার্কস, গোন্দিয়া, (সি পি,)

—সুরবল্লী কষায়—

—সুস্বাদু, খেতেও কোন হাঙ্গামা নাই—

দৌর্ব্বল্য

রুগ্ন ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদের জন্য সুরবল্লী কষায় বিশেষ উপযোগী কারণ এই সালসায় এমন সব উপাদান আছে যা'তে স্নায়ু ও মাংসপেশী বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট হয়। প্রত্যেক শিশির সঙ্গে মাত্রা ও পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা দেওয়া আছে।

চর্ম্মরোগ

খোস পাঁচড়া চুলকানি ইত্যাদি রোগে দূষিত রক্ত পরিষ্কারের জন্য সালসা ব্যবস্থা হ'লে সুরবল্লী কষায় ব্যবহার করবেন। এই সালসা সম্পূর্ণ দেশীয় উপাদানে প্রত্যেক দিন আমাদের ঔষধালয়ে প্রস্তুত হয়।

সুরবল্লী কষায়
সব ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।
এক শিশি ১৷৷০ টাকা
তিন শিশি ৩৸০ আনা
ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ,
২৯, কলুটোলা,
কলিকাতা।

বিনা মূল্যে ! বিনা মূল্যে !! বিনা মূল্যে !!!

শ্বেতকুষ্ঠ (ধবল)

আমাদিগের আফিসে আসিয়া দেখাইলে বিনা মূল্যে শ্বেত কুষ্ঠের একটী ছোট সাদা দাগ আরাম করিয়া দেওয়া হয়। ।০ চারি আনা পাঠাইলে নমুনা স্বরূপ ঔষধ ডাকযোগে পাঠান হয়। মূল্য ছোট শিশি ২৲ টাকা। বড় শিশি ৩৲ টাকা। ডাকমাশুল ১ হইতে ৩ শিশি ।৵০ পাঁচ আনা।

গলিত কুষ্ঠের রোগীকেও পত্রের দ্বারা আরোগ্য করা হয়।

জ্বরের জন্য সুমিষ্ট ঔষধ।

অতি সুমিষ্ট। অতিশীঘ্র জ্বর আরোগ্য হয় এবং বলবৃদ্ধি করে।

সুমিষ্ট প্রাণসঞ্জীবনী।

এক দিনেই সর্ব্ব প্রকার জ্বর আরোগ্য করিয়া দেহে বলবৃদ্ধি করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি ও দাস্ত পরিষ্কার পূর্ব্বক সাত দিনের মধ্যে শরীরে বল ও স্ফূর্ত্তি আনয়ন করে। ৭ দিন ব্যবহারোপযোগী ঔষধের মূল্য ॥৵০ আনা। ১৬ দিন ব্যবহারোপযোগী ঔষধের মূল্য ১৲ টাকা। ডাকমাশুল ১ হইতে ৩ শিশি ।৵০ আনা।

বৃদ্ধ কেন ?

রাজবৈদ্য চুলের কলপ।

লাগাইলে সাদা চুল ঘোর কাল, মসৃণ ও চিক্কণ হয় এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত ভ্রমরের ন্যায় কাল থাকে। মূল্য বড় শিশি ১৵০ টাকা। ছোট শিশি ॥৵০ আনা। ডাকমাশুল ১ হইতে ৩ শিশি ।৵০ আনা। চারি আনা পাঠাইলে নমুনার শিশি বিনা খরচে পাঠান হয়।

রাজবৈদ্য শ্রীবামনদাসজী কবিরাজ।

১৭২, হ্যারিসন রোড, বড়বাজার, কলিকাতা।

তার পাঠাইবার ঠিকানা—"রাজবৈদ্য", কলিকাতা।

MOTOR CARS

MOTOR BUS

THE NEW FORD.

নূতন মডেল ফোর্ড কার

এবারে আসিয়াছে।

ইহাতে স্পোক হুইল, চারি চাকায় ব্রেক ও শক্ এবজরভার এবং গিয়ারযুক্ত ইহার ডিজাইন সম্পূর্ণ নূতন। সম্মুখে পশ্চাতে বাম্পার, স্পীডোমিটার, মাইল মিটার, আম্ মিটার, পেট্রল মিটার, ষ্টপ লাইট, ড্যাস লাইট ইত্যাদি নানারূপ নূতনতর ফিটিংস্ দ্বারা সুসজ্জিত।

এরূপ সর্ব্বসুন্দর গাড়ী এত অল্প দামে ইতিপূর্ব্বে কখনও বিক্রয় হয় নাই।

ইহা ৪০ ঘোড়ার ক্ষমতাযুক্ত, ঘণ্টায় ৬০ মাইল স্পীড্ এবং এক গ্যালন পেট্রলে ২০ মাইল রাস্তা যাইবে।

দাম—২৪৫০৲ টাকা। কিস্তি করিয়া টাকা দিবার উত্তম ব্যবস্থাও আছে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য স্থানীয় এজেন্টস্‌কে পত্র লিখুন বা এখানে আসিয়া গাড়ীতে চড়িয়া স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

Ford SALES AND SERVICE

বনয়ারীলাল মুখার্জ্জী এণ্ড সন্স।

খাগড়া পোঃ (মুর্শিদাবাদ)

বিশুদ্ধ বাদাম তৈল

এই বাদাম তৈলে কোন প্রকার খনিজ তৈল (হোয়াইট অয়েল) মিশ্রিত নাই। যত প্রকার বাদাম তৈল বাজারে চলিতেছে তার মধ্যে আমাদের বাদাম তৈল সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। প্রত্যেক শিশি ও বোতলের গায়ে লাল লেবেলে ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া আছে। কেহ আমাদের বাদাম তৈলে ভ্যাজাল বাহির করিতে পারিলে ঐ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। ক্রয়কালিন আমার নামযুক্ত লেবেল দেখিয়া লইবেন।

ডি, এন, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌স

৩১।৩৩ মুর্গিহাট্টা, কলিকাতা।

শতপুটের

লৌহ ও অভ্রভস্ম

/।০ পোয়া ২৲ টাকা।

অজীর্ণে—ভাস্কর লবণ /৵০ পোয়া ৸০ আনা। মহাশঙ্খবটী ৫০ বটী ॥০ আনা, রামবাণ ১০০ বটী ৸০ আনা।

ধাতুদৌর্ব্বল্যে—মদনানন্দমোদক /।০ পোয়া ১৲, বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ ৭ বটী ৸০ আনা।

কাসে—চন্দ্রামৃতরস ৫০ বটী ১॥০ টাকা, চ্যবনপ্রাশ /১ সের ৩৲ টাকা।

ঠিকানা :—

কবিরাজ শ্রীসতীশচন্দ্র সেন কবিভূষণ

গঙ্গাধর নিকেতন, মালদহ।

গহনার দোকান।

আমরা সর্ব্বপ্রকার চাঁদি ও সোণার গহণা অল্প মজুরীতে সত্বর তৈয়ার করিয়া দিতেছি। ৺পূজা আসিতেছে এ সময়ে যাঁহারা গহনা তৈয়ার করাইবেন তাঁহারা আমাদের দোকানে আসিতে ভুলিবেন না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাজ দিয়া থাকি ইহাই আমাদের বিশেষত্ব। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাস, রঘুনাথগঞ্জ।

গাঁজার দোকানের পার্শ্বে।

বসাকের "চেষ্টার জল—চেষ্টার ফল"

বসাক ও কহিনূর ট্রাঙ্ক।

যাহা সমগ্র ভারতে কেহ পারিল না, বসাক তাহা সাধন করিয়াছে। কেবল এই ট্রাঙ্কগুলি নহে, এই সমস্ত ট্রাঙ্ক প্রস্তুতের মেসিনগুলি পর্য্যন্ত বসাকের নিজ উদ্ভাবিত এবং নিজ কারখানায় প্রস্তুত।

ইহাদের ডালার উপরে তিন অঙ্গুলি অন্তর যে সকল আধ গোলা ডাঁসা আছে, উহাদের প্রত্যেকটী আধ মণ ওজনেরও বেশী ভার সহিতে পারে। আবার সমস্ত গায়ে তলা পর্য্যন্ত ঘন ঘন "চুরি" তোলা।

তুলনায় ইহার মত দেখিতে সুন্দর, মজবুত ও সস্তা ট্রাঙ্ক আর নাই।

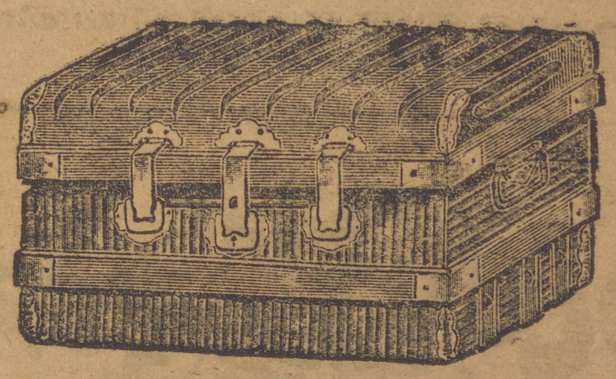

কহিনূর ১নং ট্রাঙ্ক।

বসাক ফ্যাক্টরী, ৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাফের ঠিকানা—"সিন্‌কোনা" কলিকাতা।

ফোন নং ২১৮৩, বড়বাজার।

ইকনমিক ফার্ম্মেসী

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

ড্রাম /৫, /১০

পোষ্টবক্স—৬৪৩] [টেলিগ্রাম—সিমিলিকিওর

চিকিৎসার বাক্স—১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০, ৮৪, এবং ১০৪ শিশি ঔষধ। একখানি গৃহ চিকিৎসার পুস্তক ও ফোঁটা ফেলা যন্ত্রসহ মূল্য যথাক্রমে ২৲, ৩৲, ৩॥০, ৫।০, ৬।৵০, ৮৸৵০, ১০৸৵০। ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক, সুগার অফ্ মিল্ক, গ্লোবিউল, শিশি, কর্ক, থার্ম্মোমিটার ইত্যাদি সুলভ।

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

৮৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপাজ্জিত অর্থ ব্যয় করিবার সময় কি দেখা কর্ত্তব্য ?

কর্ত্তব্য হচ্ছে, কষ্টার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যয়। কিন্তু বাজারের নানা প্রকারের মুগ্ধকর বিজ্ঞাপনে মোহিত হইয়া অযথা অর্থব্যয় করতঃ মনঃকষ্টে দিন যাপন করেন। খাঁটী ও মূল্যবান দ্রব্যাদি চিনিতে না পারিয়া, শরীরের সার পদার্থগুলি নষ্ট করিয়া ফেলেন। অর্থ ব্যয় সাফল্য করিবার জন্য নিম্নে কয়টী পদার্থের নাম জ্ঞাপন করিলাম। ইহা বাজারের অসার ও কৃত্রিম পদার্থ নহে। প্রায় ৫০ বৎসর যাবত জগতের সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু মূল্যবান ও সুফলপ্রদ পরীক্ষিত দ্রব্য। বর্ত্তমানে লোকে যা, তা ক্রয় করিয়া নিষ্ফল হন, সেইজন্য বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে পরীক্ষা করুন, কখনই নিষ্ফল হইবেন না।

১। অমৃতার্ণব অবলেহ—ইহা মনের অবসাদ, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, মস্তিস্ক ক্লান্তি দূর করে; জীবনীশক্তি শুক্র বৃদ্ধি করিয়া থাকে। কখনই বিফল হয় না। কুড়ি তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটা ২৲ টাকা মাত্র।

২। আরোগ্যবর্দ্ধিনী বটিকা—যে কোন প্রকারের জ্বর নিবারণ করিতে সক্ষম। প্রতি কৌটা ১৲ টাকা মাত্র।

৩। চন্দ্রপ্রভা বটীকা—ইহা স্ত্রীলোকের সর্ব্বব্যাধি নাশক। সুস্থ শরীরে সেবন করিলে শরীরে শক্তি বৃদ্ধি হয় ও কোন ব্যাধিতে আক্রমণের ভয় থাকেনা। প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

৪। মনি তৈল—ইহা মস্তিস্ক শীতলকারক, শরীরের দুর্ব্বলতা নাশক, হাত পা জ্বালা নিবারক, মস্তিস্ক ঘূর্ণন বিদূরিত কারক ও গন্ধে অতুলনীয়; ইহা বাজারের অসার পদার্থ নহে। প্রতি শিশি ১৲ টাকা।

অন্যান্য বিষয় জানিবার জন্য "সুখপথ প্রদর্শক" বইখানির জন্য পত্র লিখুন। বিনামূল্যে পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান :—

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶৹ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১৷৴৹ এক টাকা পাঁচ আন।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই এক শিশির মূল্য ১৷৹ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৌকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ৷৹ আট আনা, মাশুলাদি ৷৴৹ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটিবাজার, কলিকাতা

ইলেক্ট্রিক পিলিউসন্‌

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে আত অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর, মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা, সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের উপযোগী প্রতি শিশি মায় মাশুল সমেত ১৷৹ দেড় টাকা।

অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

বেঙ্গল হোমিও কেমিকেল ওয়ার্কস

পরীক্ষিত ঔষধাবলী

কণ্টিক

বসন্তের প্রতিষেধক।
পেপ—অজীর্ণে ও অম্লে।
বিস—হিষ্টিরিয়ার ঔষধ।
লুং—হাঁপানীর উপকারী।
হর—চুলকানি ও চর্ম্মরোগে
মূল্য প্রতি ড্রাম ।৹ আনা।

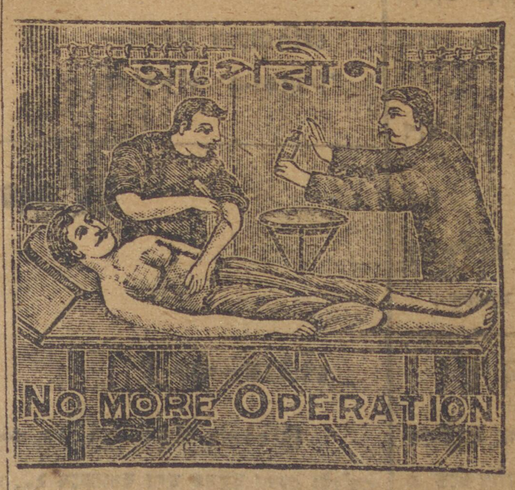

দেহে ছুরী বসান আর আবশ্যক হইবে না।

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর।

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র অপেরীণ ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কাকবিড়ালী, টুন্‌কা, মুখের ব্রণ, পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী এবং শরীরের যে কোন স্থানের ফোড়া, ভগন্দর প্রভৃতি যন্ত্রণাপ্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্যলাভ করিতেছেন। প্রারম্ভে লাগাইলেই বসিয়া যায় এবং বিলম্বে লাগাইলেই ফাটাইয়া দিয়া সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত করে। এ বৎসর কংগ্রেস একজিবিসনে ও অল ইণ্ডিয়া মেডিক্যাল কনফারেন্সে বহু সংখ্যক খ্যাতনামা ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক পরীক্ষিত ও প্রশংসিত। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র; মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

"দামোদর সুধা" ম্যালেরিয়া জ্বরে ৷৶৹ "স্বাস্থ্যকর সালসা" রক্ত পরিষ্কারে ১৷৹
দুর্ব্বলের বল বাড়ে "ভাইট্যালীন" সেবনে ১৲, কলেরাতে "স্পিরিট ক্যাম্ফর" রাখুন যত্নে ।৶৹
"সুশীতল তৈল" মস্তিষ্ক শীতলে ১৲, নষ্ট হয় চর্ম্মরোগ "একজিন" মাখিলে ৷৹

সোল প্রোঃ **ডাঃ বি, রায় এণ্ড কোং, কেমিষ্টস্‌**

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা

৴৹ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে বিনামূল্যে নমুনা দিয়া থাকি।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত